দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

27

আদর্শ গ্রাম দরবেশপুর

গণশিক্ষা কেন্দ্রটি দেনায় পড়েছে

।। আবদুস সালাম খান।।

মেহেরপুর ঃ গত বছর আনুষ্ঠানিভাবে সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামটিকে আদর্শ গ্রাম ঘোষণা এবং উদ্বোধনের পর গ্রামবাসী বড় আশায় বুক ভরেছিলেন। প্রথমদিকে গ্রামে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বেশ ঘোরাঘুরি শুরু হয়েছিল, স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ, জরিপ চালানো, জনশক্তির হিসেব এবং তা কাজে লাগাবার পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি দেখে গ্রামের যুবকরা দারুণ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। কর্মকর্তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেলেও যুবকদের উৎসাহে এখনও ভাটা পড়েনি। কিন্তু তারা বেশ গেঁড়াকলে পড়ে গেছে। কর্মসূচীগুলো চালু রাখতে তারা হিমশিম খাচ্ছে; অথচ কর্তৃপক্ষের তেমন সহযোগিতা আর পাওয়া যাচ্ছে না। এর একটি হল গণশিক্ষা কর্মসূচী।

৮৯-৯০তে গণশিক্ষা কেন্দ্রটি চালুর পর কেন্দ্রে গ্রামের উৎসাহী নিরক্ষর যুবক-কিশোর এমনকি বুড়োরা পর্যন্ত পড়তে আসে। প্রতিদিনই গড়ে অন্ততঃ একশ' জন পড়ুয়া হাজির হয় গণশিক্ষা কেন্দ্রে। স্থানীয় যে কয়কজন শিক্ষিত যুবক কেন্দ্রের শিক্ষক হিসেবে স্বেচ্ছাশ্রম দেয়া শুরু করে তাদের ঘাড়ে এখন কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্ব রীতিমত চেপে বসেছে। তারা আর ফেলে দিতেও পারছে না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা আর মেলেনি। এমনকি বিদ্যুৎ বিলের টাকাও যোগাড় করা যাচ্ছে না। প্রথম দিকে জেলা প্রশাসক তিন মাসের বিদ্যুৎ বিলের টাকা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। আর টাকা পাওয়া যায়নি। এমনকি বিদ্যুৎ বিলটাকে বাণিজ্যিক হারের পরিবর্তে আবাসিক হারে পরিশোধের ব্যবস্থাও করিয়ে দেয়া হয়নি। প্রতি মাসে ৩শ' টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হাত পেতে বেড়াতে হয় শিক্ষক-স্বেচ্ছাসেবীদের। এর আগে ১২শ' টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকী পড়ে গেলে শিক্ষক-স্বেচ্ছাসেবীরা কিছু কিছু জিনিসপত্র বেচাকেনা এবং স্থানীয়ভাবে টাকা সংগ্রহ করে ঐ যাত্রায় রেহাই পেয়েছেন। আবারও বিদ্যুৎ বিল বাকী পড়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের কাছে ধর্না দেয়াও হয়েছিল। অনুদানের জন্যে দরখাস্ত করা হয়েছিল। শিক্ষকদের সম্মানী ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়নি। তবুও ৫/৬ জন শিক্ষিত যুবক মাগনা খেটেই যাচ্ছেন, যদি কখনও কোন ভাল খবর আসে, সেই আশায়।

দরবেশপুর মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা পাটি বগলে নিয়ে পড়তে আসে। ছাপরা ঘরটিতে বেড়া নেই। শিশুরা মেঝে এবং মাঠে বসে পড়াশুনা করে। এখানেও শিক্ষকরা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে চলেছেন। ৬৯ সালে স্থাপিত মাদ্রাসাটি '৯০তে মঞ্জুরি পেলেও অনুদানের খবর আসছে না। কমিটির সামান্য দান-খয়রাত দিয়ে শিক্ষাপোকরণ কেনাকাটা করা হয়। শিক্ষকরা জেলা প্রশাসনের দুয়ারে ধর্না দিয়ে ফিরছেন ভাতা মঞ্জুরির ব্যবস্থা করিয়ে দেয়ার জন্য।